

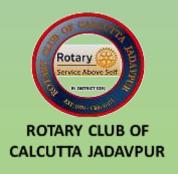
#### ROTARY CLUB OF CALCUTTA JADAVPUR BULLETIN **VOLUME LVII, January 2025**



**January is Vocational Service Month** 







#### THE EDITORIAL BOARD



Manas K. Ghosh



Sonia Gupta



Shakhi Banerjee



Sikha Mukherjee



Dr. Kunal Ray



Sanjay Ray



Amrita B. Bandyopadhyay

#### FROMTHE EDITOR'S DESK

The Rotary year is half over and we have reached January, the Vocational Service Month on the Rotary calendar. Before I move on any further with this editorial, let me share something with my fellow Rotarians, something that I have learnt from life. One of the most important steps we can take towards achieving our greatest potential is to learn to monitor our attitude and its impact on our work performance, relationships and everyone around us. Its our attitude that governs the way we perceive the world and the way the world perceives us. As a Rotarian, we are expected to bring forth our best attitude and do everything within our power to promote highest ethical standards. We need to be be fair and respectful with everyone we come in contact with, whether in the personal or professional domain, and offer our skills to work for the relief of the special needs of others, and thus to improve the quality of life in our community at large. Our affirmation as a Rotarian is in fact, to serve humanity through our vocation/profession and to do good in the world. Of Rotary's five Avenues of Service - Club, Vocational, Community, Youth and International - Vocational Service, is the one that is most difficult to define; hence it is sometimes called the "Forgotten Avenue of Service". Unlike other areas of service, that we fellow members usually do together in groups, Vocational Service is generally conducted by individual members, in their own individual capacity. Vocational Service is the way Rotary fosters and supports the application of the ideal of service to the pursuit of all vocations..

#### Service Projects of the Month At a Glance

#### **Mission Life Beyond Cancer**



As a part of an ongoing service, from Jan 1<sup>st</sup> to Jan 31<sup>st</sup>, RCCJ donated Rs 50,000/- towards treatment of 5 pediatric cancer patients admitted in different hospitals in Kolkata.







RCCJ, as a part of Life Beyond Cancer, signed a MoU with Calcutta Medical College and started a help desk. Honorary member and MLA Debasish Kumar was also present during the formal inauguration of the LBC help desk.

### Mission Literacy and beyond Tuition classes in Pathshala, Bolpur

As an ongoing project, RCCJ organised daily tuition classes at Pathshala, Bolpur.



### Mission Literacy and Beyond Supporting student activities in a Science

Supporting student activities in a Science Fair at Jadavpur High School





RCCJ partially supported the student activities in the Gopal Chandra Bhattacharyya Bigyan Mela held in Jadavpur High School, organised by Poschim Bongo Bigyan Mancha between 11-13<sup>th</sup> January. Many different schools participated in the program.

### Donating small scientific gadgets to needy students in a science workshop





RCCJ sponsored gifts in the form of scientific gadgets like magnetic compass etc to 62 school student - participants in the science learning workshop organised by NASI-Kolkata chapter at Prasadpur Vagyadhar Vidyaniketan, South 24 Pgns.

## Mission Literacy and Beyond Donating educational aids to the needy



On 14<sup>th</sup> January, RCCJ donated 200 exercise books and 300 pens for the students of Loreto Rainbow Home, Bowbazar, for the 80 odd students of the home, coming from extremely poor financial background.

## Mission Health and Disease Prevention Donating blankets and mosquito nets to the needy





RCCJ members went all the way to Mousuni Island to distribute 100 blankets and 100 mosquito nets to the needy.

## Mission Health and Disease Prevention Donating winter garments to the needy



RCCJ distributed winter garments to the 35 residents of Ma Kaali Old Age Home at Panchasayar on 19<sup>th</sup> January.

#### Mission Fight for Sight



As a part of an ongoing activity, **Rtn.** (**Dr.**) **Asim Sil** and his team **assessed the post-surgery condition of the glaucomatous eyes of 5 patients** from the beneficiary family of North 24 Pgns on 15<sup>th</sup> Jan.

#### Mission Sew to Empowerment



On 19<sup>th</sup> January, RCCJ donated two sewing machine sets to Loreto Rainbow Home. The sewing machine sets were given to RCCJ by RC Calcutta as a part of their project Atmanirbhar II. The idea behind donating the machines to the school is to empower the senior students of the home to learn how to stitch old clothes to prepare bags for local shopping purpose.

#### Mission Empowering the Youth



RCCJ was the associate co-host of District RYLA SOUHARDYA 24-25 organized by RC Calcutta Abohoman between 17<sup>th</sup>-19<sup>th</sup> January at Krishnachandrapur High School, Mathurapur, 24 Parganas (S).

#### Memories of the Month...

RCCJ inducted a new member Dr. Emili B Bhattacharyya on 15<sup>th</sup> January in the RCM held at Casa Broadway. The induction ceremony was presided over by PDG Rtn. Prabir Chatterjee.



RCCJ hosted an *in-house* session on Music Therapy conducted by Ms. Arpita Chatterjee, from Rotary Club of New Ballygunge, on 15<sup>th</sup> January at Casa Broadway.



#### Memories of the Month...

#### DISTRICT CINFERENCE AT EASTERN PAVILLION, NICCO PARK

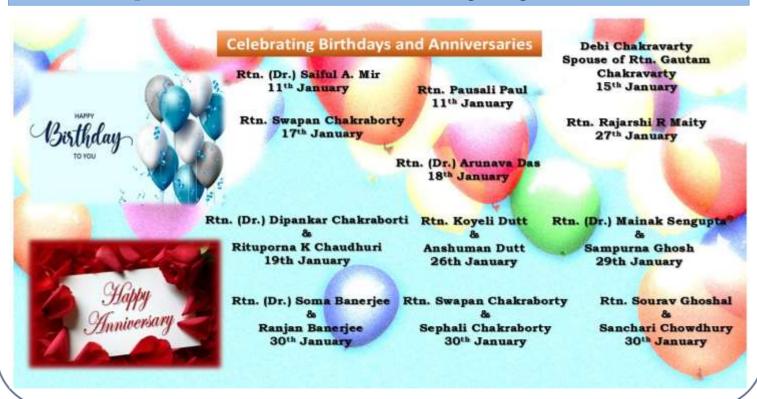


#### Memories of the Month...

#### DISTRICT CINFERENCE AT EASTERN PAVILLION, NICCO PARK



RCCJ was presented with a memento for being the gold host of the event

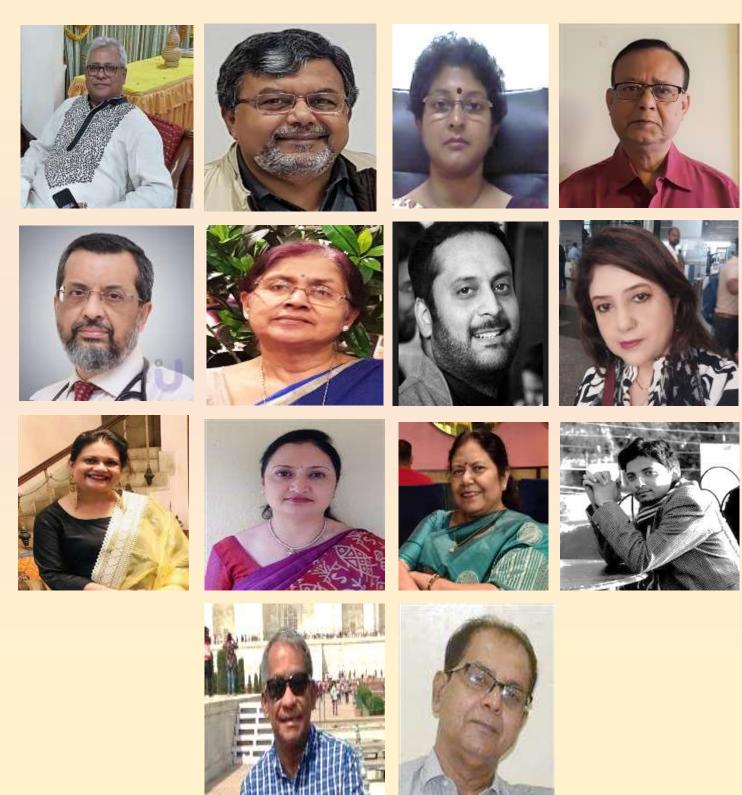


### প্রজাতন্ত্র দিবস ও বর্তমান সময় ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

প্রজাপুঞ্জ" শব্দটির ব্যবহার বিবাকনন্দের"বর্তমানু ভারত" রচনায় আছে। বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেখা বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিবাস বইতেও পাওয়া যাবে। শম্ভুটন্দ্র লিখেছিলেন, "প্রজাপুঞ্জ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করে দিনপাত করিত"। বিবেকানন্দের লেখায় আছে, " শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে কৌশলের ও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচন্ড বল সংগ্রহ করে"। লিখেছিলেন যেই শাসন করুন না কেন "সে শক্তির আধার - প্রজাপুঞ্জ"। একীভূত হয়ে শক্তি অর্জন করতে না পারলে নিতান্ত প্রজারা প্রজাবর্গ হয়ে থাকবেন, শক্তিপুঞ্জ অথবা তেজঃপুঞ্জ হয়ে উঠতে পারবেন না। শাসক তখনু যা ইচ্ছে তাই করবেন। আর যখন প্রজাশক্তি প্রবল তখন তাঁদের সেই সমবায় প্রজাপুঞ্জ। বিদ্যাসাগর সহোদর অবশ্য "প্রজাপুঞ্জ" শব্দটি এই একীভূত প্রবলবল কৃষকদের সমষ্টি বোঝাতে ব্যবহার করেননি। বিবেকানন্দ প্রচলিত শব্দটিকে বিশেষ অর্থগত গুরুত্ব দিয়েছিলেন।প্রজাবর্গ কখন প্রজাপুঞ্জ হয়ে উঠবে? বিবেকানন্দ "শক্তিলাভেচ্ছা" আর "সত্ববৃদ্ধি" এই দুই না জাগলে প্রজারা নিতান্ত প্রজা-সাধারণ। রাজা তাদের শোষণ করবেন। বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, "রাজ্য-রক্ষা, নিজেদের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষন করতেন"। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় কী? "রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ সত্ত্ববুদ্ধি [স্বত্ববুদ্ধি] ও তাহার আয়-ব্যয়-নিরমনের শক্তিলাভেচ্ছা"। এই দুইয়ের অধিকার যদি প্রজাদের থাকে তাহলেই রাজা আর প্রজাদের শোষণ করতে পারবেন না। 'সত্ত্ববুদ্ধি' না 'স্বত্ববুদ্ধি'? বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর কালিকা-যন্ত্রে, বিবেকানন্দের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মুদ্রিত বর্তমান ভারত বইতে "সত্ত্ববুদ্ধি" এই বানান রয়েছে। ধনে "স্বত্ববুদ্ধি" হলেই বুঝি ঠিক হয়। স্বত্ব মানে অধিকার। রাজা প্রজার কাছ থেকে কর হিসাবে যে ধন সংগ্রহ করছেন তাতে প্রজার যে অধিকার এই বুদ্ধি বা সচেতনতা প্রজার থাকবে, তাই "স্বত্ববৃদ্ধি"। তবে "সত্ত্ববৃদ্ধি" শব্দটিও অর্থহীন নয়।"সত্ত্ববৃদ্ধি" মানে নিজের অস্তিত্ব সুম্বন্ধে সচেত্নতা, মার্ক্সের ভাষায় আরও নির্দিষ্ট ভাবে তা শ্রেণি-চেত্না। বিবেকানন্দ অবশ্য ঠিক শ্রেণি-চেতনা অর্থে "সত্ত্ববুদ্ধি" শব্দটি ব্যবহার করছেন না, তবে তাঁর এই বর্তমান ভারত বইতে আছে "সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" পাশ্চাত্য দেশের ভাববিপ্লবের খবরাখবর ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে বিবেকানন্দ রাখতেন। নিজের প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও ইতিহাসবোধের সুত্রে লিখেছিলেন "সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এই ভাব থাকিবে ততকাল তাহারা সেই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিবে।" খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। সাধারণ প্রজা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, নিজেরা পুঞ্জীভূত হলে যে অর্থিকার আদায় করতে পারে এই সত্ত্ববুদ্ধি, শক্তির অস্তিত্ববোধ তাদের হচ্ছে না। আর হচ্ছে না বলেই বিপ্লব অধরা থেকে যাচ্ছে। ব্রেশটের 'এক মজুর ইতিহাস পড়ে ' কবিতায় আছে এই সংগত জিজ্ঞাসা, 'হু বিল্ট দ্য সেভেন গেটস অব থিবস্থ বিবেকানন্দ বিলাত যাত্রীর পত্র রচনায় বর্তমান ভারত রচনার ভাবনাই আরও সম্প্রসারিত। শ্রমজীবীরা 'তাদের পরিশ্রম ফলও..... পাচ্ছে না '। "হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজান্দ্রিয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসি, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরাজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য।" এই অবস্থা থেকে শ্রমজীবী সাধারণ কে কেউ মুক্ত করবেনা। সাধারণ যদি মনে করে তাদের অস্তিত্বের মুল্য আছে, অধিকার আছে আর সেই অস্তিত্বের মুল্য ও অধিকারের দাবির সুত্রে যদি শক্তি লাভের ইচ্ছা জাগে তাহলেই, কিন্তু চাকা ঘুরবে। 10

ভারতের শ্রমজীবীদের সঙ্গে অন্য সাধারণের সংযোগ স্থাপন হোক, তাও চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ।"প্রজাপুঞ্জ" শব্দটির বদলে এখন "নাগরিকপুঞ্জ" ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে। এই রাজ্যে এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যেও নাগরিকেরা কি "নাগরিকপুঞ্জ" হয়ে উঠতে চাইবেন! বিবেকানন্দ লিখেছিলেন 'আয় ব্যায় নিয়মনের' শক্তি যেন প্রজার থাকে। আয় ব্যায় নিয়মনের শক্তি বলতে কী বুঝিয়েছিলেন? 'প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্য্য সাধনোদ্দেশে সহমতি' হওয়া চাই। অর্থাৎ দুর্গাপুজোর ঘটা-পটার জন্য ক্লাবে ক্লাবে টাকা দিলে সাধারণের উপকার হবে নাকি সেই টাকা শিক্ষা বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে সাধারণের উপকার হবে সে বিষয়ে 'সহমতি' হলে শাসকের নীতি নির্ধারণে নাগরিকপুঞ্জের ভূমিকা থাকবে। নিরাপত্তা খাতে বেশি টাকা যাবে, না কি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বেশি টাকা যাবে, সে বিষয়ে জনসাধারণের সরবতা ও সহমতি জরুরি। শাষক ইচ্ছেমত তখন আর জনতোষনের জন্য অর্থের অপব্যায় করতে পারবেন না। বিবেকানন্দ এও লিখেছিলেন "সাধারণের মধ্যে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই।" এখন সেই সমবায়ের ইচ্ছা ও উদ্যোগ চাই।শুরু করেছিলাম বিবেকানন্দ কে দিয়ে, এবার শেষ করবো রবীন্দ্রনাথ কে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়ার চিঠি তে কৃষকদের সঙ্গে তাঁর সংলাপের বিবরণ দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, "উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে বসলুম -- সেখানে সবাই এসে জমা হল। তারা নানা স্থানের লোক, কেউবা অনেক দুর প্রদেশ থেকে এসেছে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক; কোনরকম সংকোচ নেই।" সঙ্কোচের বিহ্বলতা কেটে গিয়ে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সরব-সচেতন হয়ে উঠলেই নাগরিকরা পুঞ্জীভূত শক্তিতে পরিণত হবেন। সেই শক্তি অনেক কিছু সম্ভব করতে পারে। মনে রাখতে হবে সচেতনতা ও নাগরিক আন্দোলন সম্বন্ধে যাঁরা সংশয় প্রকাশ করবেন তাঁদের কে এটা বিশ্বাস করতে শেখাতে হবে যে তাঁদের এই সচেতনতা, এই পুঞ্জীভূত হওয়া প্রতিমুহূর্তে শাসকদের অন্তত: বুঝিয়ে দেবে বা দিতে চাইবে সমাজের মধ্যে সচেতন সরব নাগরিকেরা আছেন, তাঁদের অস্বীকার করা কঠিন। আর ঠিক এই কাজটাই, নাগরিকদের পুঞ্জীভূত করা, সচেতন করা, তাঁদের আত্মবিশ্বাস কে প্রজ্বলিত ও ধারণ করা, সেটা করতে হবে আমাদের, শিক্ষিত সমাজ কে। এখন দেখার আমাদের রোটারী ক্লাবগুলো বা আমরা রোটারীয়ানরা আমাদের ভোকেশনাল সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় এই কাজে কতটা উৎসাহী বা সফল হই।\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* অনুপ্রেরণা: ডঃ বিশ্বজিৎ রায়, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগ।তথ্য ঋণ:১. বর্তমান ভারত -স্বামী বিবেকানন্দ।২. বিদ্যাসাগর জীবনচরিত - শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ম।৩. বর্তমান ভারত - শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ৪. ব্রেশট কবিতা সমগ্র।৫. বিলাত যাত্রীর পত্র - স্বামী বিবেকানন্দ।৬. রাশিয়ার চিঠি -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Rtn. Manas K. Ghosh

# THANK YOU FOR CHOOSING TO MAKE A DIFFERENCE THROUGH YOUR DONATION IN CASH OR IN KIND



We also acknowledge the contributions from Debasish Pal, Shaoli Majumder, Narajit De, Subhabrata Mukherjee& Athreya Charitable Trust

Environment









